দৈনিক সংবাদ

DEC. 02 2001

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

মোহনগঞ্জে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি ভেস্তে গেছে

মোহনগঞ্জ থেকে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- 'উজ্জীবিত নেত্রকোনা' কর্মসূচির আওতায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএস)-এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা গত ১৪ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৮৭.৮৫ ভাগ দেখানো হলেও বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। খুব নগণ্যসংখ্যক বয়স্ক মানুষই এই কর্মসূচির আওতায় সাক্ষরতা অর্জন করতে পেরেছে।

সকাল ১০ থেকে ১২টা পর্যন্ত পুরুষদের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ব্যর্তয়াগাতি, পুকুরিয়া ও দাসপাড়ায় দুটি কেন্দ্র সরজমিন পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, এসব কেন্দ্রে প্রকৃত শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ছিল খুবই কম। স্কুল কলেজের ছাত্রসহ অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত শিক্ষিত লোকজনকে কেন্দ্রে বসিয়ে রেখে উপস্থিতি দেখানো হয়েছে এবং তাদেরকে দিয়েই পরীক্ষার খাতাও লেখানো হয়েছে। তবে মহিলা পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল পুরুষদের চেয়ে বেশি।

এদিকে মোহনগঞ্জ উপজেলায় সমস্ত নিরক্ষর নারী পুরুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার জন্য গত ১৬ই মার্চ থেকে ছয় মাসব্যাপী ১৬০৫টি কেন্দ্রে এই কার্যক্রম চালু করা হয়। এর জন্য ১০৭ জন সুপারভাইজার এবং ১৬০৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়। প্রথম দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কাজের গতিবেগ সৃষ্টি করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ফসলকাটা, বর্ষাকাল এবং নির্বাচনসহ বিভিন্ন কারণে এই উদ্যোগে ভাটা পড়ে। অর্থ জোগানের বিষয় নিয়েও দেখা দেয় বিভিন্ন জটিলতা। সময় মতো শিক্ষক শিক্ষিকাগণ বেতন না পাওয়ায় এবং কেন্দ্র চালানোর জন্য তেলের টাকা না পাওয়ায় অনেক কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়।

এই অবস্থার মধ্যেই গত ১৪ই নভেম্বর চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সকাল ও বিকেলে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষা দুটিতে পুরুষ পরীক্ষার্থী দেখানো হয়েছে ২৩ হাজার ৯৭৮ জন এবং মহিলা পরীক্ষার্থী ২৪ হাজার ৩৮০ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ দেখানো হয়েছে পুরুষ ২০ হাজার ৫০১ জন এবং মহিলা ২১ হাজার ৯৮১ জন। পাসের হার ৮৭.৮৫ ভাগ।

এদিকে দুজন সরকারি কর্মকর্তা ও এই প্রতিনিধিসহ তিন জন সাংবাদিক সমন্বয়ে গঠিত টিমটির সরজমিন পরিদর্শন থেকে বলা যায় যে, মোহনগঞ্জ উপজেলায় এই টিএলএম কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে ভেস্তে গেছে।